



কেন্দ্রীয় কর্মী, জনঅভিযোগ ও পেনশন মন্ত্রকের গত এক বছরের উল্লেখযোগ্য সাফল্য

কেন্দ্রীয় কর্মী, জনঅভিযোগ ও পেনশন মন্ত্রক

Posted On: 22 DEC 2017 5:51PM by PIB Kolkata

কেন্দ্রীয় কর্মী, জনঅভিযোগ এবং পেনশন মন্ত্রকের ২০১৭ বছরটিতে উল্লেখযোগ্য কাজকর্ম ও সাফল্যের কয়েকটি দৃষ্টান্ত :

একাদশ সিভিল সার্ভিসেস দিবস উপলক্ষে গত ২১ এপ্রিল, ২০১৭ তারিখে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কর্মসূচি রূপায়ণে সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ সিভিল সার্ভিসেস সঙ্গে যুক্ত আধিকারিকদের উৎকর্ষ পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করেন প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী। ঐদিন তিনি মোট ১২টি পুরস্কার আধিকারিকদের মধ্যে বণ্টন করেন। অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কর্মসূচি রূপায়ণের জন্য যে যে ক্ষেত্রে এই পুরস্কার অর্পণ করা হয়, তার মধ্যে রয়েছে – প্রধানমন্ত্রী কৃষি সিচাই যোজনা, প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনা, জাতীয় বৈদ্যুতিন বিপণন ব্যবস্থা, দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্রাম জ্যোতি যোজনা, স্টাট আপ ইন্ডিয়া এবং স্ট্যান্ড আপ ইন্ডিয়া। দুটি পুরস্কার দেওয়া হয় সরকারি প্রশাসন ও পরিচালন ক্ষেত্রে উদ্ভাবন প্রচেষ্টার স্বীকৃতিতে।

গত ৩ জুলাই, ২০১৭ তারিখে ২০১৫ ব্যাচের সহকারী সচিব পর্যায়ের আধিকারিকদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রী। পরিবর্তন তথা রূপান্তর প্রচেষ্টার প্রতিবন্ধকতা জয় করে সাফল্যের সঙ্গে কাজে নেমে পড়ার জন্য তিনি উৎসাহিত করেন তরুণ আধিকারিকদের।

২০১৭'র ২০ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হয় প্রথম পেনশন আদালত। এর সূচনা করেন কর্মী ও জনঅভিযোগ সম্পর্কিত কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ডঃ জিতেন্দ্র সিং। কেন্দ্রীয় পেনশন ও পেনশনার কল্যাণ দপ্তর আয়োজিত এক কর্মশালায় এই আদালতের উদ্বোধন করা হয়। ২৯টির মধ্যে ১৯টি মামলারই এদিন নিষ্পত্তি হয় এই আদালতে।

প্রশাসনিক সংস্কার এবং জনঅভিযোগ সম্পর্কিত দপ্তরের উদ্যোগে চালু হয় ‘ডিএআরপিজি’ সেবার। টুইটারের মধ্যে এর সূচনা হয় পয়লা ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ তারিখে।

ডিএআরপিজি’র পক্ষ থেকে জনঅভিযোগের দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যেও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। অভিযোগ নিষ্পত্তির বিষয়টি কেন্দ্রীয় সরকার দ্রুততর করে তোলার সুবাদে অভিযোগগুলির ৯৯ শতাংশেরই নিষ্পত্তি ঘটে ডিএআরপিজি’র তৎপরতায়। ২০টি মন্ত্রক সম্পর্কিত অভিযোগগুলির বিশ্লেষণ এবং পদ্ধতিগত সংস্কারের লক্ষ্যে একটি সমীক্ষা চালানো হয় ২০১৫ সালে। এর সুবাদে ইতিমধ্যেই বাস্তবায়িত হয়েছে ৬৫টি সংস্কার প্রচেষ্টা। অন্যদিকে, ২০১৭ সালে আরও ২০টি মন্ত্রকের ব্যাপারে এই সমীক্ষা চালানোর কাজ শুরু হয়েছে এবং ইতিমধ্যেই ১৮০টি ক্ষেত্রে সংস্কার প্রচেষ্টার সুপারিশ করা হয়েছে।

পেনশন সম্পর্কিত ক্ষোভ বা অভিযোগের নথিভুক্তির বিষয়টি বর্তমানে কেন্দ্রীয়ভাবে করা হচ্ছে। এর ফলে, পয়লা এপ্রিল, ২০১৭ থেকে ২৪ নভেম্বর, ২০১৭ পর্যন্ত ২২ হাজার ২৭টি ক্ষোভ ও অভিযোগের নিরসন ঘটেছে। অভিযোগগুলি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সময়সীমা নির্দিষ্ট করা হয়েছে ৬০ দিন। উল্লেখ্য, ৬০ দিনের মধ্যেই সংশ্লিষ্ট অভিযোগগুলির ৮৪.২ শতাংশেরই নিষ্পত্তি হয়েছে।

রাজ্য সরকারি কর্মীদের জন্য নতুন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ‘কমিট’-এর সূচনা করেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ডঃ জিতেন্দ্র সিং। ২০১৭’র ২৯ জুন এটি চালু করা হয়। এই প্রশিক্ষণসূচির মূল উদ্দেশ্য হ’ল – সরকারি পরিষেবার মান বৃদ্ধি এবং প্রশাসন ব্যবস্থাকে নাগরিক-কেন্দ্রিক করে তোলা।

সতর্কতা ও নজরদারির ওপর সপ্তম পর্যায়ের একটি ম্যানুয়াল প্রকাশিত হয় ৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ তারিখে। www.cvc.nic.in -এ গিয়ে এর হৃদিশ পাওয়া যাবে।

কেন্দ্রীয় সতর্কতা আয়োগ (সিভিসি)-এর পক্ষ থেকে ২৫টি সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের সংহতি সূচক প্রকাশেরও এক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

বিভাগীয় কাজকর্মের মানকে উন্নত করতে একটি সফটওয়্যারের সূচনা হয় ২২ জুন, ২০১৭ তারিখে। এর মাধ্যমে বিভাগীয় কাজকর্মের ওপর নজরদারি করা এবং কার্যকরভাবে তদন্ত ও অনুসন্ধান প্রচেষ্টার কাজ সম্পূর্ণ করা যাবে।

সর্বভারতীয় সেবার সঙ্গে যুক্ত কর্মী ও আধিকারিকদের বিরুদ্ধে তদন্ত ও অনুসন্ধানের কাজ সুনির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষ করার জন্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে নির্দেশ জারি করা হয়েছে।

মুসৌরির লালবাহাদুর শাস্ত্রী ন্যাশনাল অ্যাকাডেমি অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এবং নামবিহার ইন্সটিটিউট অফ পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড ম্যানেজমেন্টের মধ্যে এক মউ স্বাক্ষরের বিষয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা সম্মতি জানায় ২০১৭’র মার্চে। নামবিহার সরকারি কর্মী ও আধিকারিকদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং সংশ্লিষ্ট দুটি প্রতিষ্ঠানেরই প্রশিক্ষণ কর্মসূচি সম্পর্কিত সহযোগিতার আদান-প্রদানই এই মউ স্বাক্ষরের উদ্দেশ্য।

গত ১০ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ তারিখে হায়দরাবাদের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ স্টাফ কলেজ অফ ইন্ডিয়া এবং সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি অফ জম্মুর মধ্যে একটি মউ স্বাক্ষরিত হয় মূলত দক্ষতা বৃদ্ধি, মূল্যায়ন সম্পর্কিত সমীক্ষা, প্রশাসনিক শিক্ষা এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রগুলিতে যৌথ সহযোগিতা প্রসারের লক্ষ্যে।

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর ডিজিটাল ভারত গড়ে তোলার স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে তথ্যের অধিকার সম্পর্কিত অনলাইন পোর্টালটিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে ২ হাজার ১৪৯টি সরকারি দপ্তর ও কার্যালয়কে। স্বচ্ছতা ও সুপ্রশাসনের ওপর কেন্দ্রীয় সরকার প্রথম থেকেই গুরুত্ব আরোপ করে আসছে। এই ধরনের অনলাইন পোর্টাল চালু করার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে বিভিন্ন রাজ্যকেও। তথ্যের অধিকার সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার কাজও এর ফলে দ্রুততর সঙ্গে নিষ্পন্ন হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

পেনশনরদের কাছে বিভিন্ন ধরনের সুযোগ-সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে চালু হয়েছে মোবাইল অ্যাপের। এর সূচনা করেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ডঃ জিতেন্দ্র সিং ২০১৭’র ২০ সেপ্টেম্বর তারিখে। এই অ্যাপ-এর সাহায্যে অবসর গ্রহণ করতে চলেছেন, যে সমস্ত কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মী, তাঁরা তাঁদের পেনশন সম্পর্কিত কাজের অগ্রগতি এবং সর্বশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে সজাগ থাকতে পারবেন। অন্যদিকে, অবসরপ্রাপ্ত কর্মীরা পেনশন ক্যালকুলেটরের মাধ্যমে তাঁদের পেনশন বাক্য প্রাপ্য অর্থের হৃদিশ পেতে পারবেন প্রয়োজন বোধ করলে। এছাড়াও, এই পোর্টালটিতে তাঁরা তাঁদের ক্ষোভ ও অভিযোগ নথিভুক্ত করতে পারবেন এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সর্বশেষ আদেশ ও নির্দেশ সম্পর্কেও অবহিত হতে পারবেন।

অপেক্ষাকৃত নীচ তলার পদগুলিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে সাক্ষাৎকার প্রথা ইতিমধ্যেই তুলে দেওয়া হয়েছে দেশের ১৮টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে। এই পদগুলিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে দুর্নীতি দমনই হ’ল এর মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। এছাড়াও, সমগ্র নিয়োগ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা নিশ্চিত করাও এর আরেকটি উদ্দেশ্য।

উপ-রাষ্ট্রপতি শ্রী এম ভেঙ্কাইয়া নাইডু গত ৩০ অক্টোবর ২০১৭ তারিখে সূচনা করেন ‘সতর্কতা ও নজরদারি সপ্তাহ ২০১৭’। এই সপ্তাহ পালনের জন্য এ বছরের বিষয়বস্তু স্থির করা হয় “আমার চোখে এক দুর্নীতিমুক্ত ভারত”।

কেন্দ্রীয় তথ্য কমিশনের দ্বাদশ বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় গত ৬ ডিসেম্বর, ২০১৭ তারিখে। এর উদ্বোধন করেন উপ-রাষ্ট্রপতি শ্রী এম ভেঙ্কাইয়া নাইডু। সম্মেলনে বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে উপ-রাষ্ট্রপতি বলেন যে, প্রয়োজনীয় তথ্য জানাতে হবে এমন ভাষা ও আঙ্গিকে, যাতে তা সহজবোধ্য হয়ে ওঠে সকলের কাছে। গত ৩১ মার্চ, ২০১৭ পর্যন্ত তথ্যের অধিকার সম্পর্কিত ২৬ হাজার বিষয়ের নিষ্পত্তি বকেয়া ছিল। ২০১৬’র পয়লা এপ্রিলের তুলনায় এর সংখ্যা ৯ হাজার কম। প্রয়োজনীয় উদ্যোগ ও ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে ৩ হাজার ৫০০টি ক্ষেত্রে উত্তর দেওয়ার কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে কেন্দ্রীয় তথ্য কমিশনের পক্ষ থেকে প্রায় ১৫ হাজার ভিডিও কনফারেন্সের আয়োজন করা হয়।

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী ২০১৪’র নভেম্বর মাসে অবসরপ্রাপ্ত পেনশনারদের জন্য সূচনা করেন জীবন প্রমাণ অনলাইন ব্যবস্থাটির। এর মাধ্যমে ডিজিটাল পদ্ধতিতে পেনশনাররা তাঁদের জীবিত থাকার প্রমাণ দাখিল করতে পারবেন। এটি চালু হওয়ার পর আধার-ভিত্তিক এই কর্মসূচির সুযোগ গ্রহণ করেছেন ১১ লক্ষেরও বেশি পেনশনার। কেন্দ্রীয় সরকারি পেনশনারদের পেনশন সংক্রান্ত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টগুলির সঙ্গে এ পর্যন্ত আধার যোগ করা হয়েছে ৯০ শতাংশের মতো।

(Release ID: 1513867) Visitor Counter : 12

